

ভিসি নিয়োগে অচল ডুয়েট কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি

২০ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম



নতুন উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে গাজীপুরে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। বন্ধ রয়েছে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম। গতকাল মঙ্গলবার আন্দোলনের টানা ষষ্ঠ দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। নতুন ভিসির নিয়োগ বাতিলসহ তিন দফা দাবি আদাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ‘সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে’ গতকাল পূর্বঘোষিত ব্লকেড কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা। দুপুরে দাবি আদায়ে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় তারা নতুন নিয়োগকৃত ভিসির অপসারণ দাবি করে বিভিন্ন স্লোগান দেন। দুপুরে শহীদ মিনার এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলন নিয়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান তুলে ধরেন।

আন্দোলনের পাশাপাশি আলোচনার দরজা খোলা রয়েছে জানিয়ে শিক্ষার্থী হাসানুর রহমান বলেন, মিথ্যা ট্যাগ দিয়ে, মামলা দিয়ে আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা নতুন ভিসির পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে অনড় রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না হলে কঠোর আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ সময় ক্যাম্পাসে কোনো ছাত্র রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

দুপুরের পর ক্যাম্পাসে খবর ছড়িয়ে পড়ে, নবনিযুক্ত উপাচার্য গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ডুয়েট ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে জড়ো হন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় তারা ‘দাবি মোদের একটাই, ডুয়েট থেকে ভিসি চাই’, ‘বহিরাগত ভিসি, মানি না মানি না’ বলে স্লোগান দেন।

পরে বিকালে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্য থেকেই ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দিতে হবে। তাদের মতে, ডুয়েটের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের বাস্তবতা, একাডেমিক কাঠামো ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা তুলনামূলক বেশি। ফলে ডুয়েটের উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ শিক্ষক থেকে উপাচার্য নিয়োগ অধিক কার্যকর হবে।

গতকাল ব্লকেড কর্মসূচির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালাবন্ধ থাকলেও খোলা রয়েছে পকেট গেট। সকাল থেকে কিছু শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন। মূল ফটকের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া মোটরসাইকেল অংশবিশেষ তখনও পড়েছিল। ফটকের সামনে বিভিন্ন আসবাবপত্র ফেলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখা হয়। শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির কারণে বন্ধ হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক ও একাডেমিক কার্যক্রম। এতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবালকে ডুয়েটের ভিসি হিসেবে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা ডুয়েট ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা জয়দেবপুর শিমুলতলী রাস্তা অবরোধ করে। পরের দিন শুক্রবারেও তাদের আন্দোলন চলমান থাকে। শনিবারে তারা ভিসিকে অব্যাহত ঘোষণা করে ‘লাল কার্ড কর্মসূচি’র ব্যানারে মূল ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। রবিবার নতুন ভিসির পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষার্থীদের দুটি পক্ষ দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ায়। এতে পুলিশ শিক্ষার্থীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। পরে সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার পর ব্লকেড কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সর্বশেষ গহতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ সময় দাবি আদায়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন শিক্ষার্থীরা।

এদিকে, ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে শিবিরের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা নেই।